

ছাত্রলীগের কর্মীদের বিরুদ্ধে বুয়েট ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আবরার ফাহাদ (২১) নামের এক ছাত্র ছাত্রলীগ কর্মীদের পিটুনিতে মারা গেছেন। শিবির কর্মী সন্দেহে তাকে মারধর করা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ আর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দ্রুততার সাথে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করে আইনানুগ শাস্তি প্রদানের দাবি জানাচ্ছে।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা গেছে, ফাহাদ বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের (১৭তম ব্যাচ) শিক্ষার্থী ছিলেন। ৬ অক্টোবর ২০১৯ রাতে বুয়েটের শের-ই-বাংলা হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে ফাহাদকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা পেটান বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পরে দিবাগত রাত তিনটার দিকে আবাসিক হল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। এমন অসভ্য ও বর্বরোচিত ঘটনায় আসক গভীরভাবে মর্মামত। আসক ধিক্কার জানাচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সেসব ছাত্রদের এবং প্রবীণ ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের যারা নিজের সহপাঠীকে এভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে। আসক স্মরণ করিয়ে দিতে চায়, কোনো ব্যক্তিকে, তার বিশ্বাস যাই হোক না কেন, তাকে বেআইনিভাবে আঘাত করার অধিকার কারো নেই। ছাত্রলীগের নানা বেপরোয়া আচরণ নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারপরেও এই ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের আচরণ শোধরাচ্ছে না। আসক ছাত্রলীগের এমন বেপরোয়া আচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সাংগঠনিক ও আইনগতভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছে যাতে করে অন্য কোন কর্মী এমন নিষ্ঠুর, অমানবিক ও বেআইনি কাজ করার স্পর্ধা না দেখাতে পারে। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবমুক্ত থেকে ফাহাদের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে আসক।